ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 59 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১৫ ● কলকাতা ● ২২ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৮ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 22

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

জলের অনুভূতি মাথার উপর অনুভব কর। ঘাড়ে অনুভব কর, বুকে অনুভব কর, পেটে অনুভব কর, পায়ের উপর অনুভব কর এবং অনুভব কর যে জল উপর থেকে শরীরে ঢুকে নীচে পায়ের তালু দিয়ে বেরিয়ে আসছে।" এইভাবে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত আমায় চিত্ত ঐ জলের প্রবাহের উপর রেখেছিলেন। আর এই দিনগুলোতে আমি অনুভব করেছি আমার বিচার আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ধীরে ধীরে বাকী জগৎ ভুলে গেছি আর এক জলের ঝরণাই আমার সম্পূর্ণ জগৎ হয়ে গেছে। আর এই ঝরণা প্রবাহমান ছিল। রোজ নতুন নতুন জলের কণার সঙ্গে চিত্তের একাগ্রতা হওয়ায় চিত্ত ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

ক্রমশঃ

মমতার ঝাড়গ্রামে তীব্র আক্রমন বিজেপিকে

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

ঝাড়গ্রামে প্রথম থেকেই সুর চরিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিজেপি 'সন্ত্রাস' চালাচ্ছে। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিজেপিশাসিত একাধিক রাজ্যে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে গ্রেপ্তার করে অত্যাচার চলছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে 'ভাষা আন্দোলনের' ডাক দিয়েছেন। কলকাতা, বোলপুরের পর এদিন ঝাড়গ্রামে এই ইস্যুতে মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখানেই তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেন। ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণে কারচুপির অভিযোগে বাংলার মোট চার আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে জাতীয়

এরপর ৩ পাতায়

ওড়িশার অঙ্কিত আচার্য 3 মিলিয়ন ডলারের সীড ফান্ডিং দিয়ে 46টি শহরে পৌঁছে দিলো কৌশিওর এআই ড্যাশক্যাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা, আগস্ট ২০২৫: ভারতের রাস্তাগুলিকে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ করে তোলার জন্য কাজ করা এআই -চালিত ভিডিও টেলিমেটিক্স স্টার্টআপ কৌশিও, অতিরিক্ত $1.8 মিলিয়ন ফান্ডস সংগ্রহ করেছে। এই রাউন্ডের নেতৃত্বে ছিলেন অমল পারিখ, যার অংশগ্রহণে 4i ভেঞ্চার্স, এইউ স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, বিবহ চেতন (পার্টনার - চেরাভি ভেঞ্চার্স), ভেঞ্চার ক্যাটালিস্টস। এই রাউন্ডে রবীন শাস্ত্রী (ফাউন্ডিং পার্টনার, মাল্টিপ্লাই ভেঞ্চারস), বিবেকানন্দ হাল্লেকেরে (কো ফাউন্ডার - বাউন্স) এবং নিশ্চয় এজি (কো ফাউন্ডার- জার) এর সমর্থনও ছিল, যার ফলে কৌশিওর মোট ফান্ড $3 মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। এই বছরের এপ্রিলে, কোম্পানিটি তার চলমান রাউন্ডের অংশ হিসেবে $1.2 মিলিয়ন ফান্ড সংগ্রহের ঘোষণা করেছিল।।

প্রতিটি যাত্রা নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত, কৌশিও উন্নত ড্যাশ ক্যামেরা এবং একটি এআই -চালিত নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে যা বহর পরিচালনাকারীদের রিয়েল-টাইমে ঝুঁকি সনাক্ত করতে এবং প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। এমন প্রযুক্তির উপর মনোনিবেশ করে যা কেবল ঘটনা রেকর্ড করার পরিবর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করতে এবং প্রতিরোধ করতে পারে, কৌশিও ভারতের গণপরিবহন, স্কুল পরিবহন এবং বাণিজ্যিক বহর সেক্টরে নিরাপদ রাস্তার জরুরি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করছে।

"ভারতের রাস্তাঘাটের আর ভয়ের প্রয়োজন নেই; তাদের জবাবদিহিতা এবং সুরক্ষা প্রয়োজন। কৌশিও -তে, আমরা এমন প্রযুক্তি তৈরি করছি যা নিরাপত্তাকে দৃশ্যমান এবং কার্যকর করে তোলে। আমরা যে প্রতিটি সতর্কতা পাঠাই তা দুর্ঘটনা রোধ করার, একটি পরিবারকে রক্ষা করার, একটি জীবন বাঁচানোর সুযোগ। এই কারণেই আমরা এখানে আছি," বলেছেন কৌশিওর কো - ফাউন্ডার এবং সিইও অঙ্কিত আচার্য। "এই নতুন বিনিয়োগ আমাদের প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করতে, আমাদের টিমকে বৃদ্ধি করতে এবং রাস্তা নিরাপত্তাকে ব্যতিক্রম নয় বরং আদর্শে পরিণত করার জন্য আমাদের স্থাপনার পদচিহ্ন প্রসারিত করতে সাহায্য করে", যোগ করেন কৌশিওর কো- ফাউন্ডার এবং সিটিও, প্রাঞ্জল অমল পারিখ আরও বলেন, "কৌশিও সম্পর্কে যা আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হল প্রতিষ্ঠাতারা যারা সত্যিই সমস্যাটি বোঝেন এবং এমন একটি টিম যারা হৃদয় এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তোলে। দিয়ে গড়ে তোলে। অঙ্কিত, প্রাঞ্জল এবং তাদের টিম মোকাবেলা করছে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু উপেক্ষিত সমস্যাগুলির মধ্যে একটি - রাস্তা নিরাপত্তার সাথে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে এআই মিশ্রিত করে, তারা এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করছে যা ব্যবহারিক এবং দূরদর্শী উভয়ই। এখানেই দালাল স্ট্রিটের শৃঙ্খলা ইনোভেশন স্ট্রিটের ব্যাঘাতের মুখোমুখি হয়। ভারতীয় রাস্তাগুলিকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে তাদের সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আমি উত্তেজিত।

SIR বিতর্কের মাঝেই ২৯৩ টি বিধানসভায় ভোটার তালিকা প্রকাশ

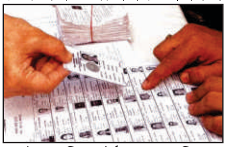

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SIR বিতর্কের মাঝেই রাজ্যের ২৪ জেলায় ২০০২ -এর ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র কুলপি বাদে ২৯৩ টি বিধানসভা কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। SIR-এর আগে ওয়েবসাইটে সব তালিকা সাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। কুলপিতে ভোটার তালিকা পাওয়া যাচ্ছে না।বিহার দিয়ে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। কমিশন পরে জানায়, শুধু বিহার নয়, অন্য রাজ্যগুলিতে হবে প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই খসড়া তালিকায় বিহারে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানেই

এরপর ৩ পাতায়

যৌন হেনস্তা অভিযোগের পর ঝাড়খণ্ডের দায়িত্বে কার্তিক মহারাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুর্শিদাবাদ: মহিলাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগের পর বাংলায় কার্যত 'ব্রাত্য' পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ। তাঁকে ঝাড়খণ্ডে বেশি সময় দিতে বলা হয়েছে বলে খবর। বর্তমানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছেন কার্তিক মহারাজ।তাঁর বিরুদ্ধে ওই মামলার পর থেকেই বেলডাঙার আশ্রমে কার্তিক মহারাজকে সেভাবে দেখা যাচ্ছিল না। সূত্রের খবর, তাঁকে নাকি ঝাড়খণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেকথা অবশ্য মেনে নিয়েছেন কার্তিক মহারাজ। জানিয়েছেন, বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে তাঁকে বেশি সময় দিতে হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা,

পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর নাম যৌন নিগ্রহের মতো মামলায় জড়িয়ে যাওয়ায় সাবধানী পদক্ষেপ করেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এমনিতেও বঙ্গ রাজনীতিতে একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছেন প্রদীপ্ত মহারাজ। শাসকদল তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অশান্তিতে উসকানি দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও এনেছে। এত সব বিতর্ক এড়াতেই হয়ত বাংলা থেকে সুকৌশলে কার্তিক মহারাজকে সরিয়ে নেওয়া হল ঝাড়খণ্ডে।তাঁর বিরুদ্ধে ওই মামলার পর থেকেই বেলডাঙার আশ্রমে

কার্তিক মহারাজকে সেভাবে দেখা যাচ্ছিল না। সূত্রের খবর, তাঁকে নাকি ঝাড়খণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেকথা অবশ্য মেনে নিয়েছেন কার্তিক মহারাজ। জানিয়েছেন, বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে তাঁকে বেশি সময় দিতে হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর নাম যৌন নিগ্রহের মতো মামলায় জড়িয়ে যাওয়ায় সাবধানী পদক্ষেপ করেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এমনিতেও বঙ্গ রাজনীতিতে একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছেন প্রদীপ্ত মহারাজ। শাসকদল তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অশান্তিতে উসকানি দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও এনেছে। এত সব বিতর্ক এড়াতেই হয়ত বাংলা থেকে সুকৌশলে কার্তিক মহারাজকে সরিয়ে নেওয়া হল ঝাড়খণ্ডে।

আলিপুরদুয়ার জেলার-বক্সা পাহাড়ের ছয় গ্রামের কেউ পেলো না বাংলার বাড়ি

হরেকৃষ্ণ মন্ডল, আলিপুরদুয়ার

বক্সা পাহাড়ের ছয়টি গ্রামের একজন বাসিন্দাও পেলেন না বাংলার বাড়ি।এমনকি এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত খোদ প্রধানের নিজের গ্রাম আদমা।বক্সা পাহাড়ের ১৩টি গ্রামের মধ্যে অবশ্য ৭টি গ্রামের বাসিন্দারা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা পেয়ে কাজ শুরু করেছেন।কিন্তু ৬টি গ্রামের প্রায় ১৫০জন বাসিন্দা রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। খোদ রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাহাড়ের বাসিন্দাদের জন্য ঘর পাইয়ে দিতে বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেছেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এর মধ্যেই আবেদন করার পোর্টালও বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই পাহাড়ের বাসিন্দাদের ঘর পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

যদিও রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনম জঙ্গমো ডুকপা বলেন, আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬টি গ্রামের কেউ বাংলার বাড়ি পায়নি। লিস্টেও তাদের নাম ছিল না। তবে সাংসদ এবং জেলা শাসককে জানিয়ে একটি সার্ভে করা হচ্ছে।আমি সব দিক থেকেই চেষ্টা করছি তাদের পাকা ঘর পাইয়ে দিতে।

রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানাগেছে,বক্সা পাহাড়ে মোট ১৩টি গ্রাম আছে।সব গ্রামেই ২০১৯সালে আবাস যোজনার ঘরের জন্য সার্ভে করা হয়েছিল।সঠিক উপভোক্তাদের চিহ্নিত করনের জন্য চলতি বছরেও সার্ভে করা হয়।এর পরেই বক্সা পাহাড়ের ৭টি গ্রামের বাসিন্দারা ঘরের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পান।এর পরেই তারা বাড়ি বানানো শুরু করেন। এই মুহূর্তে অনেকেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা টাকাও পেয়ে গেছেন। পাহাড়ের কোলবেয়ে একটি গ্রামে যখন পাকা বাড়ি হচ্ছে তখনই একই পাহাড়ের পাশের গ্রামের লোকজন থাকছেন লড়ঝড়ে কাঠের ঘরে।

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানাগেছে, ক্সা পাহাড়ের আদমা, শেওগাঁও, লাভনা, ফুলবাড়ি, পোখরি এবং পানবাড়ি গ্রামের কেউ বাংলার বাড়ি পাচ্ছেন না। এই ৬গ্রামের প্রায় ১৫০জন প্রকৃত দুস্থ-গরীব মানুষ সরকারি ঘর থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু বক্সা পাহাড়ের ১৩গ্রামের মধ্যে ৭গ্রাম বাংলার বাড়ি পেয়েছে। কিন্তু ৬গ্রাম কেন বঞ্চিত? বিষয়টি নিয়ে কিছু স্পষ্ট জানাতে পারেনি প্রশাসন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়ে, বক্সা পাহাড়ে ঘরের জন্য ২০১৯ সালে সার্ভে হয়েছিল। সেবার ৭ গ্রামে জিও ট্যাগ করে উপভোক্তাদের নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এবার যখন ফের উপযুক্ত উপভোক্তার খোঁজ করা হয় তখন ৭গ্রামের বাসিন্দাদের নামই ছিল।কিন্তু জানাগেছে,ওই সময় বাকি ৬গ্রামে ইন্টারনেট কাজ করেনি। তাই জিও ট্যাগ করাও সম্ভব হয়নি। ফলে ঘরের তালিকায় তখন থেকেই কারও নাম ছিল না।এবার যখন ঘরের জন্য লিস্ট চেক করা হয় তখনও ৬গ্রামের কারও নাম ছিল না। তাই সরকারি পোর্টালে নাম না থাকাতেই বক্সা পাহাড়ের ৬গ্রামের মানুষ পাকা বাড়ি থেকে বঞ্চিত হলেন।

(২ পাতার পর)

SIR বিতর্কের মাঝেই ২৯৩ টি বিধানসভায় ভোটার তালিকা প্রকাশ

কমিশন এই বিশেষ সমীক্ষা চালায়। শেষবার বাংলায় SIR হয়েছিল ২০০২-২০০৪ সালের মধ্যে। ভোটার তালিকায় কারা মৃত, কারা ভুয়ো ভোটার, কারা বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন - এই সব কিছুই যাচাই করা হয় সমীক্ষায়।ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত না পাওয়া গেলে ২০০৩ এর ড্রাফট ব্যবহার করবে কমিশন।

গত ৫ তারিখ ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে থেকে ১০৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের ২০০২ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তখন চারটি বিধানসভার ভোটার তালিকা পাওয়া যাচ্ছিল না। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা একটি অর্থাৎ কুলপি ও বীরভূমের মুরারই, রামপুরহাট ও রাজনগর ছিল। এরপর ভোটার তালিকা খুঁজে বার করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেয়। বীরভূমের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা খুঁজে পাওয়া গেলেও, কুলপির তালিকা এখনও 'নিখোঁজ'। একান্তই যদি ২০০২ সালের সেই ভোটার তালিকা না পাওয়া যায়, তাহলে কী করবে নির্বাচন কমিশন? সেক্ষেত্রে ২০০৩ সালের খসড়া ভোটার তালিকার ওপর নির্ভর করবে নির্বাচন কমিশন।

(১ম পাতার পর)

মমতার ঝাড়গ্রামে তীব্র আক্রমন বিজেপিকে

নির্বাচন কমিশন।রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ওই চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ওই চারজনের তালিকায় রয়েছেন দুই ইআরও (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) এবং দুই এইআরও (অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার)।

এদিন সেই ইস্যুতে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন অধিকারে রাজ্যের চার আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে? সেই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নই, কোনও অফিসারকেই সাসপেন্ড করা হবে না। এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশন 'বিজেপির ক্রীতদাস' হিসেবে কাজ করছে। ঝাড়গ্রামের লালমাটি থেকে নির্বাচন কমিশনকে এই আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসআইআরের পিছনে বাংলায় এনআরসি চালু করার চক্রান্ত চলছে। বাংলায় কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। আরও একবার সেই হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা।

এসআইআরের মাধ্যমে বিজেপি নিজেদের সুবিধার্থে ভোটার তালিকা তৈরি করতে চাইছে।

সম্পাদকীয়

পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে ইএমআরএস

কেন্দ্রীয় জনজাতি কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকে আজ লোকসভায় শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, বান্দোয়ানে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় (ইএমআরএস) নির্মাণে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি দিতে দেরি করায় তার নির্মাণকাজ বিলম্বিত হচ্ছে। ২০২৫-এর ২৫ মার্চ মাসে রাজ্য সরকার এই জমি দিয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুরোধেই এটি নির্মাণের দায়িত্বভার তাদেরই ওপর অর্পিত হয়েছে। যদিও কাজ এখনও শুরু হয়নি। এই আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণের সর্বোচ্চ সময়সীমা কাজ শুরুর বরাত দেওয়া থেকে ১৮ মাস।

বান্দোয়ানের ইএমআরএস নির্মাণে ব্যয় বরাদ্দের সীমারেখা ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তহবিল প্রদানের কোনরকম অনুরোধ না পাওয়ায় এখনও পর্যন্ত বরাদ্দ অর্থ ছাড়া হয়নি।

বান্দোয়ানে ইএমআরএস প্রকল্প সময়মতো নির্মাণ সুনিশ্চিত করতে ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস (এনইএসটিএস) নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। রাজ্য ইএমআরএস সোসাইটির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে ইএমআরএস প্রকল্প রূপায়ণের দেখভাল করে তারা। রাজ্য সরকারের অনুরোধক্রমে বান্দোয়ানের ইএমআরএস নির্মাণের দায়িত্বভার রাজ্য সরকারের ওপরই অর্পিত হয়েছে। এনইএসটিএস এটি নির্মাণের সর্বাত্মক রূপরেখা এবং তার নকশা রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। এছাড়াও, গুণগত মান বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকারকে একটি থার্ড পার্টি কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এনইএসটিএস এবং জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জমি বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে ২০ বারেরও বেশি যোগাযোগ করা হয়। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ২২.০৩.২০২৩, ১৪.০৩.২০২৪ এবং ২৬.০৬.২০২৪-এ তাদের মতামত জানায়।

রাজ্য সরকার ১৪.০৩.২০২৪ এবং ২৬.০৬.২০২৪-এ এনইএসটিএস-কে অনুরোধ করে নির্মাণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে দেওয়ার জন্য। যদিও রাজ্য সরকার তখনও জমি বন্টন করেনি। রাজ্য সরকার ০৭.০৩.২০২৫ তারিখে জমি বন্টন করে। এনইএসটিএস ১৭.০৩.২০২৫ তারিখে এই ভবন নির্মাণের প্রথাগত অনুমোদন দিয়েছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তয়োদশতম পর্ব)

জন্মকাহিনি এরই ফলস্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। ভক্তদের কাছে মা মনসা বিষহরি (বিষনাশকারিণী), জগৎগৌরী, নিত্যা (চিরন্তনী) ও পদ্মাবতী নামেও পরিচিতা। তাঁর পূজা প্রধানত বাংলা ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত। বর্ষার প্রকোপে এ সময় সাপের বিচরণ বেড়ে যায়, তাই সর্পদংশন প্রতিরোধ ও সাপের বিষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাঁর পূজা করা হয়। এছাড়া ধন-সম্পদ,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫-এর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে নির্বাচন আয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫-এর নির্ঘণ্ট আজ ৭ই অগাস্ট ২০২৫ প্রকাশ করেছে নির্বাচন আয়োগ। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ অগাস্ট ২০২৫। মনোনয়নপত্রগুলি স্ক্রুটিনি হবে ২২ অগাস্ট, ২০২৫। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৫ অগাস্ট, ২০২৫। নির্বাচনের দিন স্থির করা হয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

২৫ জুলাই, ২০২৫-এ জারি করা পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আয়োগ রাজ্যসভার মহাসচিব শ্রী পি সি মোদীকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার হিসেবে শ্রীমতী গরিমা জৈন এবং নিয়োগ করা হয়েছে অধিকর্তা শ্রী বিজয় রাজ্যসভার যুগ্ম সচিব কুমারকে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হয়েছেন বলে জে-ইউন শিন পর্যবেক্ষণ করেছেন (৯৮); অক্ষোভ্য একজন ধ্যানী বুদ্ধ, আর বলা বাহুল্য তিনি পুরুষ চরিত্র। তবে কালীর বর্তমান মূর্তিরূপের উত্থানে সত্যিই অক্ষোভ্য কুলের গুরুত্ব অপরিসীম বলে আমি মনে করি, এবং আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ফালাকাটায় রেশনে পচা চাল ও আটা দেওয়ার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার- ফালাকাটা ব্লকের পশ্চিম-শাল কুমারে রেশনের মহিলা ও পুরুষ উপভোক্তারা বিক্ষোভ ও পথ অবরোধের সামিল হয়।

অভিযোগ বাদাইটারির রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে গ্রাহকরা বলেন রেশনে পচা চাল এবং আটা দেওয়া হচ্ছে।এই চাল আটা খাওয়ায় উপযুক্ত নয়।আমরা এই চাল আটা খেতে পারিনা।এক গ্রাহক আটা চালনি করে দিখিয়ে দেন এক প্যাকেট আটার মধ্যে প্রচুর পরিমান ভুষি রয়েছে। গ্রাহকরা আরও অভিযোগ করেন দীর্ঘদিন ধরে রেশনে আতপ চাল দেওয়া হচ্ছে। সিদ্ধ চাল প্রায় দেওয়া হয় না বললেই চলে। গ্রামের মহিলারা রেশনের চাল ও আটার মান নিয়ে চরম ক্ষোভপ্রকাশ করেন।

অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি ঘোষ।তিনি অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলার চেষ্টা করেন।প্রধান বিউটি ঘোষ জানান আমি গোটা ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন রেশন ডিলার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রেশনে খারাপ চাল আটা বন্টন করে থাকে তবে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি বিষয়টি নিয়ে দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।

এই বিষয়ে ওই রেশন ডিলার অর্চনা বসাকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ডিলারের প্রতিনিধি দুলাল বসাক পচা চাল দেওয়ার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন।তবে রেশন ডিলারের প্রতিনিধি দুলাল বসাক আটার গুণগত মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন প্যাকেট বন্দি আটা ভালো না খারাপ সেটা আমি কিভাবে জানব।এই বিষয়ে ফালাকাটার বিডিও অনিক রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন বিষয়টা আমিও শুনেছি খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে পরিদর্শনে পাঠানো হবে।

ই-শ্রম পোর্টালের কার্যকারিতা ও ব্যবহার

নয়াদিল্লি, ০৭ অগাস্ট, ২০২৫

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক আধার – এর সঙ্গে সংযুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের একটি বিস্তৃত ডেটাবেস তৈরির জন্য ২৬ অগাস্ট, ২০২১ তারিখে ই-শ্রম পোর্টাল (eshram.gov.in) চালু করেছে। এই পোর্টালটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নথিভুক্তিকরণ ও সহায়তার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

৩ অগাস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩০.৯৮ কোটিরও বেশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ই-শ্রম পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

২০২৪-২৫ এর বাজেটের সময়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের জন্য ই-শ্রমকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ১৪টি প্রকল্প ই-শ্রম এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা ইত্যাদি রয়েছে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী শোভা কারান্দলাজে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সম্রা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

বাংলাদেশের জন্য কলঙ্কিত ১৫ আগস্ট
জাতির এই কলঙ্ক হাজার বছরেও মুছবে না

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা, ৭ আগষ্ট ২৩২৫

১৫ আগস্ট : জাতির এই কলঙ্ক হাজার বছরেও মুছবে না

বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে১৫ আগস্টএক কলঙ্কিত দিন। বাঙালি জাতির জন্য সবচেয়ে বেদনার দিন। ১৯৭৫সালেরএই দিনে বাঙালি জাতির পিতা, পৃথিবীর একমাত্র ভাষা ও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশবিরোধী জাতীয়ও আন্তর্জাতিক এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিছু দুষ্কৃতকারী সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। প্রতি বছর জাতি এই বেদনার দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে।

শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ, নির্ভীক ও সৎ হৃদয়ের অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব ওবাংলার মানুষের প্রাণের নেতা,যিনি জীবনের সকল সুখ ত্যাগ করেছেন বাংলার মানুষের জন্য ভোগ করেছেন কারাজীবন একটি জাতির ভাগ্য উন্নয়নের স্বপ্ন বোনার অপরাধে অন্যায়ের প্রতিবাদের কারণে এদেশের মানুষকে ভালবাসার কারণে, ও ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন আর ২৪ বছরের পাকিস্তানী শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ঠ একটি জাতির আলোর ঠিকানা দিয়েছেন মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও একজন খাঁটি বাঙালী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হই, বাঙালী হিসেবে যাকে নিয়ে গর্ববোধ করি,তাকে হারিয়েছি এই কলঙ্কিত আগস্ট মাসেওবঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্বেএ ভূখন্ডের হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার লাল সূর্যও আমরা পেয়েছিলাম নিজস্ব রাষ্ট্রওগর্বিত আত্মপরিচয়ও দুর্ভাগ্য আমাদের পাকিস্তান পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বারবার যার প্রাণ হরণ করার পরিকল্পনা করেও বাস্তবায়িত করার সাহস করেনি, সেই নিষ্ঠুর কাজ নির্মমভাবে করেছিল এ দেশের কিছু বিপথগামী সেনা সদস্যরাওযে তর্জনী উঁচিয়ে একদিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ‘ঘাতকের গুলি সেই তর্জনী, সাহস বিস্তৃত সেই বক্ষপুট বিদীর্ণ করেছিল। ১৯৭৫এ ১৫আগস্টের সেই ভোরে রচিত হয়েছিল বাঙালী ইতিহাসের সবচাইতে কালো অধ্যায়ওআগস্ট বাঙালী জাতির শোকের মাসওএ মাসেই জাতির ললাটে অঙ্কিত হয় কলঙ্কের তিলকও আগস্ট মাসকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি বরাবরই বাঙালীর জন্য, বাংলাদেশের জন্য,মানবতার জন্য শোকের মাস, আতঙ্কের মাস তৈরি করতে চেয়েছেও ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ঘটিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়নি,২০০৪ সালের ২১ আগস্ট সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বোমা হামলা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তিকে নেতৃত্বশূন্য করতে চেয়েছিলও তারা ২০০৫ সালের১৭ আগস্ট সারাদেশের ৬১জেলায় সিরিজ বোমা হামলা চালিয়ে জানান দিতে চেয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তির হিংস্র রূপওবাঙালীর একতাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল ব্রিটিশরা।১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে দুইটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল তারা ব্রিটিশের কূটকৌশলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী সেদিন বিভ্রান্ত হলোও ঠিক পরের বছর থেকে তারা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাষার অধিকার আদায় করেছেও পরবর্তীকালে তা স্বাধিকার আন্দোলন থেকে রক্ত মুক্তিযুদ্ধে সমর্পিত হয়ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাদুকরী নেতৃত্বে বাঙালী স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় পরাজিত হয় ঔপনিবেশিকও সাম্প্রদায়িক মানসিকতারওফলে স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির চক্ষুশূলে পরিণত হয়।১৯৭৫ সালের ১৫আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি, বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দেশীওবিদেশী দোসর,যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়। আন্তঃব্যক্তিক পরাজয় হিসেবে গণ্য করেছিল ও বঙ্গবন্ধু,বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-কথাগুলো সমার্থক ওতাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধূলিস্যাৎ করতে চেয়েছিলও তার প্রমাণ বঙ্গবন্ধুর ছোট্ট শিশু সন্তান কে ও রেহাই দেয়নি তারা,শেখ রাসেলের কান্না প্রাণভিক্ষা সেই অমানবিক আক্রমণ থামাতে পারেনিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কারণে বাংলাদেশ এখনও দেশীয়ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুখে সগৌরবে টিকে আছে ও বাংলাদেশ বিরোধী শক্তি সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প তুলে বাঙালীর অসাম্প্রদায়িক চেতনা,ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে চলেছে ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিল উদ্দীপিত হয়েছিল সেগুলোর অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা, যা আমাদের জাতীয় সংবিধানে যুক্ত হয়েছে ও দীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা ওযেখানে সাধারণ ব্রাত্যজনের অধিকার এবং সার্বিক যুক্তি অর্জনের স্বপ্ন ছিল ওতাই জাতির পিতা ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম স্তম্ভ করেছিলেনও বাঙালীরওশক্তির মূল অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যে এবং একে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীরা ভয় পায় বাঙালীর জাতীয় চেতনাকে ভয় পায় বলেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সংবিধানে যুক্ত করে ওধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র খেতাবে ভূষিত করে ওবঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পর সামরিক শাসন আর সাম্প্রদায়িক শাসন এক হয়ে যায় ওজনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দাবি- অধিকার সকলই সামরিক বুটের পদাঘাতে চূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্তওধর্মীয় জসে আক্রান্ত হয়ও ব্যক্তিগত আক্রোশ, বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে রাজাকার আলবদরদের সংগঠনকে রাজনীতি করার অনুমতি প্রদান, সবই ছিল পরিকল্পিতও পাকিস্তানী পরাজয়ের প্রতিশোধ নিমিত্তে সৃজিত ওব্যক্তিগত জীবনে প্রচন্ড অধার্মিক কিন্তু জনগণের ধর্মীয় মুখোশ পরিধান করে সামরিক শাসক তার কর্মকান্ড চালিয়ে গেছে ও পশ্চিম পাকিস্তানী আদর্শকে জারি রাখতে তারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিতে আঘাত হেনেছেওএমনকি নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে ইতিহাসের বিকৃতি পর্যন্ত সাধন করেছে এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা’র প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেও বর্তমানে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি,পালন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীও কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রটি ঘাপটি মেরে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ঘরের মধ্যে, গিরগিটির আচরণে ও ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও নানা কর্মকান্ড প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে ও এমনকি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা ওচেতনা ইত্যাদি বিষয়েও যার জ্বলন্ত নমুনা রাজাকারের তালিকা প্রকাশ নিয়ে সংঘটিত ঘটনায়ওমুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তৈরিকৃত রাজাকারের তালিকা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম উঠে এসেছেওসকল কিছুতেই বিরোধী চক্রের সূক্ষ্ম কারচুপি বিদ্যমান সতর্ক হওয়া এখনই সময়,ফিরে তাকাবার এখনই সময়, সময় এসেছে বাংলা ও বাঙালীর আত্মবোধের,আত্ম বোধনের, আত্মবিশ্লেষণের, ১৫ আগস্ট এর কাল শক্তিকে মোকাবেলা করার এখনই সময়ওনতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত করার এখনই সময় ওআগস্টের শোক হোক আমাদের আত্মজাগরণের, পিতৃহত্যার শোক হোক সোনার বাংলা বিনির্মাণেরও বাংলাদেশ সগৌরবে আত্মমর্যাদায় বিশ্ব আসন অলঙ্কৃত করুকওদেশীয়ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা সম্ভব হলেও, কেউ বাঙালী জাতির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি, পারবে না কোনদিন ওযতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাংলাদেশের মানুষ থাকবে,ততদিন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বেঁচে থাকবেও হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন হতে সবসময়ের শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে একটি নাম ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ও বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে তার মেধাও যোগ্যতা দিয়ে বাংলাদেশকে আজ সারাবিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্থাপন করেছেনও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি২০৪১ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে বলতে হয়,একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রাণ প্রদীপ,জাতি রাষ্ট্রের স্রষ্টা,বিশ্ব মানচিত্রে চিরভাস্বর উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালীর মানসপটে চির অহঙ্কার,তার প্রজ্বলিতএআলোক প্রভা বাঙালীর হৃদয় পটে সদা বহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন উন্মেষ যার সাধনা, আদর্শ যার অনুপ্রেরণা,সেই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নকারী উন্নত বাংলাদেশ রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভবিষ্যত পরিকল্পনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ফিনিক্স পাখির মতো এগিয়ে যাক,এপ্রত্যাশা আজ১৮কোটি বাঙালীর।

সিনেমার খবর

ভক্তের দেওয়া ৭২ কোটি টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন সঞ্জয় দত্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা সঞ্জয় দত্ত সম্প্রতি একটি আবেগঘন ঘটনার কথা প্রকাশ করেছেন- ২০১৮ সালের দিকে এক মৃত্যু পথযাত্রী ভক্ত তার নামে প্রায় ৭২ কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। তবে সেই বিপুল সম্পত্তি নিজের কাছে না রেখে ভক্তের পরিবারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সঞ্জয় দত্ত।

সঞ্জয় দত্তের এই মানবিক ও দায়িত্বশীল আচরণে মুগ্ধ হয়েছে অনেকেই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সঞ্জয় দত্ত জানান, ভক্ত নিশা পাটিল নামের ৬২ বছর বয়সী এক নারীর টার্মিনাল ইলনেসে ধরা পড়ে। মৃত্যুর আগে তিনি ব্যাংকে নির্দেশ দেন যেন মৃত্যুর পর তার সব সম্পত্তি সঞ্জয় দত্তের নামে হস্তান্তর করা হয়। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিনেতাকে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন নিশা। কিন্তু সঞ্জয় দত্ত এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে অবাক হলেও সম্পত্তি গ্রহণ না করে তা ফেরত দিয়ে দেন নিশার পরিবারের হাতে। সংক্ষেপে সঞ্জয় বলেন, আমি ওটা ফিরিয়ে দিয়েছি ওনার পরিবারের কাছেই।

২০১৮ সালে এই ঘটনা সংবাদমাধ্যমে আসতেই তা আলোচনার ঝড় তোলে। নিশা পাটিল ছিলেন সঞ্জয় দত্তের জীবনের উত্থান-পতনের একজন মুগ্ধ দর্শক। তার সংগ্রামের গল্প এবং পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিশা। এই ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করে, ভক্তদের সম্পর্ক কতটা আবেগপূর্ণ ও গভীর হতে পারে বলিউড তারকাদের সঙ্গে।

প্রসঙ্গত, সঞ্জয় দত্তের ব্যক্তিগত জীবন ও ক্যারিয়ার—দুইই ছিল চড়াই-উতরাইয়ে ভরপুর। 'ভাস্তব', 'মুন্না ভাই এমবিবিএস', 'খলনায়ক', 'সাজন', 'অগ্নিপথ'-এর মতো অসংখ্য সিনেমায় তিনি নিজের জাত চিনিয়েছেন। বর্তমানে সঞ্জয় দত্ত বড়পর্দায় ফিরছেন দুইটি আলোচিত সিনেমা নিয়ে—রাজনৈতিক অ্যাকশন ড্রামা 'ধুরন্ধর', যেখানে তার সঙ্গে রয়েছেন রণবীর সিং, আর. মাধবন, অক্ষয় খান্না ও অর্জুন রামপাল। অন্যদিকে রয়েছে প্রভাস অভিনীত হরর-কমেডি 'দ্য রাজা সাব', যেখানে প্রভাস দ্বৈত চরিত্রে, সঙ্গে নিধি আগরওয়াল ও মালবিকা মোহনন। এই দুটি সিনেমা আগামী ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে।

আলফার আগেই দেখা মিলবে গোয়েন্দা আলিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'আলফা' সিনেমায় গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় করছেন আলিয়া ভাট– এ খবর অনেকের জানা। শুধু তাই নয়, যশরাজ ফিল্মস এই সিনেমার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই দর্শক মেতেছেন জল্পনা-কল্পনায়। কেমন হবে গোয়েন্দা চরিত্রের আলিয়ার লুক? কতটা দুর্ধর্ষরূপে তিনি পর্দায় হাজির হবেন? এমন অনেক প্রশ্ন উঠে এসেছে নেটিজেনদের কাছ থেকে।

নতুন খবর হলো, যারা 'আলফা' সিনেমার আগেই পর্দায় গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা মিলবে আলিয়ার। আর সে চরিত্রটি থাকছে 'ওয়ার-২' সিনেমায় ভারতীয় গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন জানিয়েছে, 'ওয়ার-২' সিনেমায় ঋতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর ও কিয়ারা আদভানির পাশাপাশি গোয়েন্দার ভূমিকায় দেখা যাবে আলিয়া ভাটকে। সামাজিক মাধ্যমে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন আলিয়া নিজেই। এ নিয়ে ইনস্টা স্টোরিতে এই অভিনেত্রী লিখেছেন, 'আহা দারুণ মজার! আপনাদের সঙ্গে আগামী ১৪ আগস্ট দেখা হচ্ছে আপনার নিকটবর্তী সিনেমা হলে।'

অভিনেত্রীর এই পোস্টের পর থেকেই জল্পনার সূত্রপাত। বলিউডের অন্দরমহল সূত্রে খবর, 'ওয়ার ২' সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে 'আলফা' মহিলা গোয়েন্দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন আলিয়া। যদিও প্রযোজনা সংস্থার গোয়েন্দা ইউনিভার্সে এই ট্রেন্ড নতুন নয়! এই উদাহরণ আগেও মিলেছে 'পাঠান', 'টাইগার'-এর ক্ষেত্রে। শাহরুখ-সলমন একে-অপরের সিনেমায় 'ত্রাতা' হিসেবে অবতরণ করছেন।

এবার গুঞ্জন, কিয়ারা আদভানির সঙ্গে নাকি আলিয়া ভাটকেও 'ওয়ার ২' সিনেমায় ক্ষুরধার অ্যাকশন মোডে পাওয়া যাবে! ইতোমধ্যেই আড়াই মিনিটের ট্রেলারে ঋত্বিক রোশনের সঙ্গে মারপিট করতে দেখা গেছে কিয়ারাকে। এবার আলিয়াকেও যদি এমন অ্যাকশন অবতারে পাওয়া যায় এই সিনেমাতে, তা হবে দর্শকের জন্য বাড়তি পাওনা।

আগে হুট করে যেটা করেছি এবার সেটা করব না: শ্রাবন্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২১ সালে ১১ নভেম্বর ভারতের রাজনৈতিক বিজেপি ছাড়ার ঘোষণা দেন টলিউড অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। এর মাসখানেক পর যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। এরপর থেকেই গুঞ্জন-তৃণমূল থেকে বিধানসভা নির্বাচনে করবেন তিনি তিনি! এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন শ্রাবন্তী নিজেই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শ্রাবন্তীর কাছে জানতে চাওয়া হয়-পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তাকে প্রার্থী হিসেবে চান, তাহলে কি তিনি ভোটে দাঁড়াবেন?

শ্রাবন্তীর উত্তর, 'সেটা আমি এখনই বলতে পারব না। তবে সেই সময় দলের সঙ্গে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। আমি রাজনীতির বিষয়ে খুব বেশি জানি না। যদি কখনও সুযোগ আসে, বা আমাকে যোগ্য মনে করা

হয়, তাহলে আগে বিষয়টা বুঝব, নিজেকে রাজনীতির দিক থেকে প্রস্তুত করব, তারপরই সিদ্ধান্ত নেব। না হলে আমি যাব না।'

এরপরই বিজেপির হয়ে তার ভোটে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা জানান শ্রাবন্তী। নায়িকা জানান যে, কেবল হেরে গিয়েছেন বলেই তিনি বিজেপি ছেড়ে দেননি, বরং অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো না থাকার কারণেই ছেড়েছেন।

শ্রাবন্তীর কথায়, 'আগে আমি হুট করে যেটা করেছিলাম এবার সেটা করব না। ভেবেছিলাম আমি জিতব। ইচ্ছে ছিল যে বেহালা পশ্চিম আমার বাড়ি, আমিও ওখানেই ভোট দিই। সেই সবটা মিলিয়ে আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম। কিন্তু জনসাধারণ যেটা ভেবেছেন তাই করেছেন, তা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই। অনেকেই যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

রাজনীতি করলেও অভিনয় থেকে মোটেও দূরে নেই শ্রাবন্তী। কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে তার সিনেমা 'রবীন্দ্র কাব্যরহস্য', যেখানে তার বিপরীতে রয়েছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সায়ন্তন ঘোষাল।

মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'দেবী চৌধুরাণী', যেখানে শ্রাবন্তীর বিপরীতে ভবানী পাঠকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলী

‘সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করতেই হবে, কিন্তু খেলা বন্ধ করা উচিত নয়’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী বলেছেন, এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে পড়া নিয়ে তার কোনো আপত্তি নেই। তার মতে, সন্ত্রাসবাদ অবশ্যই নিন্দনীয়, তবে তার কারণে খেলাধুলা বন্ধ করা উচিত নয়।

সম্প্রতি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) পুরুষদের এশিয়া কাপ ২০২৫-এর পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে। তাতে জানানো হয়েছে, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান ১৪ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে একে অপরের মুখোমুখি হবে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআই-কে গাঙ্গুলী বলেন, “সূচিতে আমার কোনো সমস্যা নেই। খেলাধুলা চালিয়ে যেতে হবে। পাহালগামে যা ঘটেছে, তা দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। কিন্তু এসব ঘটনার কারণে খেলা বন্ধ করা উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদের অবসান হওয়া জরুরি। সেটা অতীত এখন। খেলাটা চলতে দিতেই হবে।”

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবারের এশিয়া কাপের আনুষ্ঠানিক আয়োজক দেশ হিসেবে ভারত এই টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়াতে কিংবা পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোর সুযোগ নেই।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এসিসির এক বৈঠকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সম্মতি দেয়। এর ফলে বয়কটের সমস্ত সম্ভাবনাই কার্যত খারিজ হয়ে গেছে।

বিসিসিআই-এর এক সূত্র জানিয়েছে, “এখন আর ভারত এই ম্যাচ বা টুর্নামেন্ট থেকে সরে আসতে পারবে না। সিদ্ধান্তটি এসিসি বৈঠকে চূড়ান্ত হয়েছে। ভারত যেহেতু আয়োজক, তাই এখন আর কিছু পরিবর্তনের সুযোগ নেই। সবকিছু আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ম্যাচ নির্ধারিত দিনেই অনুষ্ঠিত হবে।”

গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই সিদ্ধান্তের আগে বা পরে কিংবা সূচি ঘোষণার পর পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বয়কটের ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। তবে ভারতের একাধিক গণমাধ্যম বিসিসিআই ও সরকারের সমালোচনা করেছে এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের আহ্বান পুনরায় তুলেছে— যেমনটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সময়ও দেখা গিয়েছিল।

আট দলের এবারের আসর শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান ও হংকংয়ের মধ্যকার উদ্বোধনী ম্যাচ দিয়ে। টুর্নামেন্টটি হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে, যা ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই ধরা হচ্ছে।

এদিকে পাকিস্তান তাদের টুর্নামেন্ট যাত্রা শুরু করবে ১২ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে, আর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলবে ১৭ সেপ্টেম্বর, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে।

বায়ার্নে যাচ্ছেন দিয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্পোর্টিং লিসবন থেকে আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন ভিক্তর ইয়োকেরেস। গতকাল আরও এক তারকার দলবদল নিশ্চিত হয়ে গেছে। লিভারপুলের কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড লুইস দিয়াজ যাচ্ছেন বায়ার্ন মিউনিখে।

গত শনিবার হংকংয়ে এসি মিলানের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে অনুপস্থিত থাকার পরই লুইস দিয়াজের লিভারপুল ছাড়ার গুঞ্জনটা বেশি ছড়ায়। ওই ম্যাচ শেষে অবশ্য লিভারপুল বস আর্নে স্লট সংবাদ সম্মেলনে সরাসরিই বলে দেন যে দলবদল সংক্রান্ত কারণে তাঁকে দলে রাখা হয়নি। জানা গেছে, ৪ বছরের চুক্তিতে বায়ার্ন মিউনিখে যাচ্ছেন দিয়াজ। জার্মান জায়ান্টদের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আরও আগেই সমঝোতা হয়ে গেছে দিয়াজের। লিভারপুলও নাকি বায়ার্নের ৭৫ মিলিয়ন ইউরোর নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। অচিরেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।

এদিকে ইয়োকেরেসের আর্সেনালে যোগ দেওয়াটা অনেকটা নিশ্চিতই ছিল। তবে চুক্তির ছোটখাটো কিছু বিষয় নিয়ে টানাপোড়েনের কারণে দেরি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গতপরশু রাতে পাঁচ বছরের চুক্তিতে আর্সেনালে যোগ দেন ২৭ বছর বয়সী এ স্ট্রাইকার। ইএসপিএন জানিয়েছে, ৭৩ মিলিয়ন ইউরোতে তাঁকে দলে ভিড়িয়েছে গানাররা। এই ওয়েবসাইটটিই কদিন আগে জানিয়েছিল, পারফরম্যান্স সম্পর্কিত বোনাস নিয়ে আর্সেনালের সঙ্গে ইয়োকেরেসের দরকষাকষিতেই চুক্তি স্বাক্ষরে দেরি হচ্ছিল।

দলবদলের চলতি উইন্ডোতে এ নিয়ে ছয়জনকে দলে নিল আর্সেনাল। আগের পাঁচজন হলেন মিডফিল্ডার মার্টিন জুবিমেন্দি, ফরোয়ার্ড নোনি মাদুয়েকে, ডিফেন্ডার ক্রিস্তিয়ান মুস্কেরা, গোলরক্ষক কেপা আরিজাবালাগা ও মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান নরগার্ড।

কোচিং ক্যারিয়ারে নতুন অধ্যায় শুরু পিরলোর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডাগআউট থেকে প্রায় এক বছর দূরে থাকার পর আবার কোচিংয়ে ফিরছেন আন্দ্রেয়া পিরলো। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব ইউনাইটেড এফসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সাবেক ইতালিয়ান মিডফিল্ডার।

বর্তমানে আরব আমিরাত ফুটবলের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাবটি সম্প্রতি পিরলোকে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানায়। ওই বিবৃতিতে চুক্তির মেয়াদের বিষয়ে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি।

ইতালির হয়ে ২০০৬ বিশ্বকাপ জয়ী এবং তার প্রজন্মের সেরা মিডফিল্ডারদের একজন পিরলো পেশাদার ফুটবল ছাড়ার পর, ২০২০ সালে জুভেন্টাসের বয়সভিত্তিক দলের হয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরের বছর জুভেন্টাসের মূল

দলের দায়িত্ব নেন, সেখানে দুইটি শিরোপাও জেতেন তিনি। তবে পরের বছরই ‘পারস্পরিক সমঝোতায়’ তার সঙ্গে চুক্তি শেষ করে সেরি আর সফলতম ক্লাবটি। পরে আরও দুইটি ক্লাবে কোচিং করান তিনি; কিন্তু কোনওখানেই তার সময়টা সুখকর হয়নি।

সবশেষ ২০২৪ সালের আগস্টে সাম্পদোরিয়ায় চাকরি হারানোর পর থেকে কোচিংয়ের বাইরেই ছিলেন পিরলো। প্রায় ১১ মাস পর নতুন চ্যালেঞ্জে ডাগআউটে ফিরছেন ৪৬ বছর বয়সী সাবেক ফুটবলার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR